10. চিনের আত্মশক্তি আন্দোলনের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

[ত্‌ং-চি পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে রাজপুরুষেরা চিনকে শক্তিশালী করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এইসব রক্ষণশীল রাজপুরুষেরা চিনকে আধুনিক শিল্পধারায় সমৃদ্ধশালী করার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু একইসাথে তারা মনে করেছিলেন যে চিনে সনাতন রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য পাশ্চাত্য প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্য নেওয়া জরুরি। ত্‌ং-চি পুনঃপ্রতিষ্ঠার সাথে সাথে রাজপুরুষেরা চিনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সামরিক শিল্পেই আধুনিক পাশ্চাত্য প্রযুক্তির প্রয়োগ হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। [প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার তাগিদে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের প্রক্রিয়াই চিনের ইতিহাসে আত্মশক্তি আন্দোলন নামে পরিচিত। ১৮৬১-৭৫ খ্রি. পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলেছিল।)

তিনটি পর্যায় ও প্রথম পর্যায়

[ঐতিহাসিক ইম্যানুয়েল স্যু চিনের আত্মশক্তি আন্দোলনকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। যথা- ১৮৬১-৭২ খ্রি. পর্যন্ত চলেছিল প্রথম পর্যায়। ১৮৭২-৮৫ খ্রি. পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়, ১৮৮৫-৭৫ খ্রি. পর্যন্ত তৃতীয় পর্যায়। আত্মশক্তি আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে পাশ্চাত্য প্রযুক্তির প্রয়োগে আগ্নেয়াস্ত্র ও যন্ত্রপাতি নির্মাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। পাশ্চাত্য কারিগরী বিদ্যায় অংশগ্রহণের জন্য চিনা ছাত্রদের বিদেশে পাঠানো হয়েছিল, এই উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস চালানো হয়েছিল। [প্রযুক্তিবিদ্যা ও কূটনীতিবিদ্যাতে চিনা ছাত্রদের পারদর্শী করে তোলার জন্য বেশকিছু অনুবাদ কেন্দ্র ও কিছু বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল জাহাজ ও অস্ত্রের সঙ্গে জড়িত পাশ্চাত্য জ্ঞান লাভ করা। অবশ্য চিনের রক্ষণশীল রাজপুরুষেরা স্বল্পমাত্রায় সামরিক শিল্পের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য বিদেশীদের সাহায্য নিয়েছিল। রক্ষণশীলরা মনে করত প্রযুক্তিবিদ্যা ছাড়া পাশ্চাত্য দেশগুলি থেকে কোনো কিছু শেখার নেই।

প্রথম পর্যায়

আত্মশক্তি আন্দোলনের অগ্রগতি ক্রমশ এই ধারণা সৃষ্টি করেছিল যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির মূল ভিত্তি হল সম্পদ। একজনকে শক্তিশালী হতে হলে তাকে সম্পদশালী হতে হবে। আধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার আবশ্যিক পূর্ব শর্ত হিসাবে বর্তমানের যোগাযোগ, পরিবহন ও শিল্প গড়ে তুলতে হবে। এই ধারণা চিনা রাজপুরুষরা উপলব্ধি করেছেন।

২য় পর্যায়

আত্মশক্তি আন্দোলনের সামরিক ও প্রতিরক্ষার শিল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ নির্মাণ, খনি, রেলপথ, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়া হয়। আত্মশক্তি আন্দোলনের এই পর্যায়ে সরকারি মালিকানাধীন সামরিক শিল্পের পাশাপাশি আরও একধরণের শিল্প গড়ে উঠেছিল। এই নতুন উদ্যোগ সরকারি তত্ত্বাবধানে বণিকদের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন উদ্যোগ। এই ধরণের উদ্যোগের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল চায়না মার্চেন্টস্, স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি, সাংহাই কটনক্লথ মিলস ইত্যাদি। এইসব সংস্থা গড়ে তোলার জন্য পুঁজির যোগান দেওয়ার দায়িত্ব ছিল বেসরকারি বণিকদের। সরকার ঋণের ব্যবস্থা করেন।

৩য় পর্যায়

আত্মশক্তি আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়ে সামরিক ও অসামরিক শিল্প গড়ে তুলে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা জোরদার করার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। দুটি নতুন ধরণের বাণিজ্যিক উদ্যোগ এই পর্যায়ে দেখা যায়। সরকারি ও বেসরকারি বণিকদের যৌথ উদ্যোগ এবং সম্পূর্ণ বেসরকারি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন উদ্যোগ। এই দ্বিতীয় ধরণের উদ্যোগ ছিল সম্পূর্ণ নতুন। (সরকারি তত্ত্বাবধানে বণিকদের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থাগুলি) আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই সম্পূর্ণ বেসরকারি শিল্পসংস্থাগুলি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এই ধরণের উদ্যোগ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল।

সম্পূর্ণ বেসরকারি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থাগুলি ছিল অত্যন্ত দুর্বল। চীনের শিল্পায়নের যাবতীয় প্রসার ও বিনিয়োগে অত্যন্ত ক্ষুদ্রাংশ ছিল জুড়ে ছিল বেসরকারি উদ্যোগ। একই সময়ে মেইজি পুনঃরুত্থানের পর চীনের প্রতিবেশী রাষ্ট্র জাপানের বেসরকারি ব্যক্তিগত পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্য দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত পুঁজিকে কাজে লাগিয়ে শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যজনকভাবে চীন ব্যর্থ হয়েছিল।